তারিখ ... ১৭-১-৮৩ ...
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ... ...

দৈনিক বাংলা

044

বিজ্ঞান বাধ্যতামূলক

নবম শ্রেণী থেকে সমন্বিত কোর্স চালু

সরকার জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় এক শক্তিশালী কারিগরী ভিত্তি রচনার লক্ষ্য অর্জনের জন্য বিজ্ঞানকে বাধ্যতামূলক বিষয় করে এ মাস হতে নবম শ্রেণী থেকে সমন্বিত কোর্স চালু করেছেন।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বরাত দিয়ে রোববার বাসসর খবরে বলা হয়, ১৯৮৫ সালের এসএসসি পরীক্ষার জন্য নতুন পাঠ্যক্রম ইতিমধ্যেই চূড়ান্ত করা হয়েছে।

মোট নম্বরের মধ্যে শুধু বিজ্ঞানের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে দশ নম্বর। বিষয়ওয়ারী নম্বর হচ্ছে: মাতৃভাষা

(শেষ পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

কোর্স চালু

(১ম পৃঃ পর)

বাংলা—২০০, ইংরেজী—২০০, গণিত—১০০। এছাড়া দশ নম্বর বিষয়ওয়ারী নিম্নরূপ বন্টন করা হয়েছে: ইতিহাস—৭৫, ভূগোল—৫০ ও অর্থনীতি—৭৫।

সাতটি নৈর্বাচনিক বিষয়ের একটির জন্য একশ নম্বর রাখা হয়েছে। এছাড়া অতিরিক্ত ঐচ্ছিক বিষয়ের জন্য আরও একশ নম্বর থাকবে।

ছুটির দিন বাদ দিয়ে বছরের মোট যে কদিন স্কুল খোলা থাকবে তা নির্ধারণ করা হচ্ছে। মন্ত্রণালয় জানায় সরকার এ বছর থেকে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর সমস্ত পাঠ্যবই এবং তৃতীয় শ্রেণীর অর্ধেক পাঠ্যবই বিনা মূল্যে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

১৯৮৪ সালে প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর সমস্ত পাঠ্যবই এবং চতুর্থ শ্রেণীর অর্ধেক পাঠ্যবই বিনা মূল্যে দেয়া হবে।

১৯৮৫ সালে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরা সমস্ত পাঠ্যবই এবং পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরা অর্ধেক পাঠ্যবই সরকারী খরচে পাবে।

১৯৮৬ সালের মধ্যে প্রাথমিক পর্যায়ের (পঞ্চম শ্রেণীর পর্যন্ত) সকল ছাত্রছাত্রীকে রাষ্ট্রীয় খরচে সমস্ত পাঠ্যবই দেয়া হবে।

মন্ত্রণালয় আরও জানায়, এ বছর সারা দেশে পুস্তক প্রকাশক সমিতি নিযুক্ত পাইকারী ও খুচরা ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর পাঠ্যবই সরবরাহ করা হচ্ছে। নবম শ্রেণীর ১৩টি বইয়ের মধ্যে ৫টি বই ইতিমধ্যেই বাজারে ছাড়া হয়েছে। অবশিষ্ট আটটি বই দ্রুত ছাপান হচ্ছে এবং ওগুলো এ বছরের ফেব্রুয়ারীর মাঝামাঝি নাগাদ পাওয়া যাবে।

১৫ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত ডাকঘর হতে পাইকারী পুস্তক কেনা যাবে

ডাকঘর হতে পাইকারী পাঠ্যপুস্তক খরিদ করার সুযোগ ১১ই জানুয়ারী থেকে আগামী ১৫ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে।

বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির সদস্য ও পরিচয়পত্রধারী পুস্তক ব্যবসায়ী এবং স্কুলের প্রধান শিক্ষক বা তার প্রতিনিধির কাছে শতকরা দশ ভাগ কম মূল্যে পাইকারী পুস্তক বিক্রি করা হবে। এক তথ্য বিবরণীতে একথা জানান হয়।